# ফ্যাশান কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারে না

*আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।*
*আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।*
*আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।*
*মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,*
*শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।*
*তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।*

এই সময়ের মানুষেরা জানে না তাদের করনীয় কি। এখনকার মানুষদের সাথে তাদের শয়তানেরা যেভাবে খুশী সেভাবে খেলে। মানুষেরা কখনোই খুশী হতে পারে না এবং সবসময় নতুন নতুন জিনিস চায়। এই কারণেই তারা শয়তানের জন্য উপকারী। যখন নতুন কোনকিছু বের হয় তখন তাকে ফ্যাশন বলা হয়।

"এই বছরের ফ্যাশন এরকম।"

"সেই স্টাইল শেষ। আমাদের এই বছর অন্যভাবে সাজতে হবে।"

"গত বছর কেমন ছিল? গত বছর কি স্টাইল উলঙ্গ ছিল?"

"না।"

অবশ্যই, অনেকে নগ্ন থাকে।

"গত বছর ওরকম ছিল। এই বছর সেটা শেষ। আমাদের এখন নতুন স্টাইলে কাপড় পড়তে হবে।"

সবকিছুরই এই অবস্থা। মানুষের এখন সব সুবিধাই আছে, তবুও তারা আরও বেশী কিছু খোঁজে, কিন্তু তা পায় না। তারা যা খোঁজে তা স্টাইলে নেই, আল্লাহ্‌র নিকটে আছে। তুমি চাইলে একশত বছর আগের, এমনকি একহাজার বছর আগের কাপড়ও পড়তে পারো। তাতে কোন বাঁধা নেই, তাতে কোন অস্বস্তিও নেই। সেগুলোই আরও বেশী যুঁতসই। কিন্তু এসব অসন্তুষ্ট লোকেরা ভাবে সবকিছুই আরও ভালো হবে কাপড় বদলেরসাথে সাথে, সবকিছুই আরও সুন্দর হয়ে যাবে।

না, কোনভাবেই নয়। নাফসকে যতই তুষ্ট করবে ততই তার চাওয়া বাড়বে। তার জন্য কিছুই যথেষ্ট হয় না। এই নাফস চিরদিনই অতুষ্ট থাকে। নাফসের ভালো করা বলতে কিছু নেই। মৃত্যু পর্যন্ত তা নতুন নতুন জিনিস চায়। নাফস কখনোই সন্তুষ্ট হয় না।

# হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

প্রত্যেক বছরই "এই বছরের নতুন ফ্যাশানে চলো" বলে একটা কথা বের হয়। ভাবটা এমন যেন সেটা আগের বছর থেকেও আরও ভালো। সবাই বলে তারা এই নতুন স্টাইল অনুসরণ করতে চায়।

ফ্রান্সের প্যারিস শহর, যা নাকি শয়তানের কেন্দ্র, তাকে তারা বলে ফ্যাশানের হৃদয়স্থল। এটাই আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞা যাই হোক না কেন, যে গত দুইশত বছর যাবত প্যারিস হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর জন্য ফিতনা বের করার কেন্দ্র। অন্য জায়গাও আছে কিন্তু প্যারিসই সবচেয়ে বেশী। সেই শহরের লোকেরা কোনদিন সন্তুষ্ট হতে পারেনি এবং ফ্যাশান নামের জিনিসটি তাদের কোন কাজে আসেনি।

তারা যা অনুসরণ করে তা তাদের আধ্যাত্মিকতার জন্য কোন কাজেই আসেনি বরঞ্চ তাদের রুহানিয়াত মরে গেছে কারণ তারা এই ধর্মের অনেক ক্ষতি করেছে। আসলে তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, ধর্মের ক্ষতি করতে যেয়ে সেই ক্ষতি তাদের নিজেদেরই হয়েছে। যারা ধর্মবিমুখ তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা জীবনে কখনোই কোন কিছু নিয়ে সুখী হয় না। কোন কিছুই তাদেরকে সন্তুষ্ট করে না। আখিরাতে তারা আরও খারাপ অবস্থায় পতিত হবে।

এই জন্যই তোমাদের আল্লাহ্‌র পথে যাওয়া উচিৎ, আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) যা বলেন তা করা উচিৎ এবং আমাদের নাবী (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণ করা উচিৎ। সাহাবা এবং আউলিয়াগণের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তারা প্রশান্তির দিকে নিয়ে যান, অন্তর পরিচ্ছন্ন করেন এবং অভ্যন্তরকে সুশোভিত করেন। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

২১ জানুয়ারী ২০১৬ / ১১ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফাজর নামায।